দৈনিক
ইত্তেফাক

12 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ২

# ঢাবি ক্যাম্পাসে ছিনতাই গুলি, অসহায় প্রশাসন

■ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় একের পর এক ছিনতাই, গুলি আর অন্যত্র খুন করে লাশ ফেলে যাওয়ার ঘটনা ঘটলেও সেগুলো ঠেকাতে কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই। ক্যাম্পাস এলাকায় আতঙ্কিত বোধ করার কথা জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকে। প্রাক্তন শিক্ষার্থী, পথচারী আর নিয়মিত ঘুরতে আসা অন্যদেরও ভাষ্য, এখনকার ক্যাম্পাস অনেক বেশি 'অনিরাপদ'। এই আতঙ্কের জন্য গত তিন বছরে এ এলাকায় সংঘটিত অন্তত ২০টি অপরাধকে কারণ মনে করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এই অভিযোগ অস্বীকার করছে না। তারা বলছে, চারদিক খোলা হওয়ায় দুর্বৃত্তরা সহজেই ক্যাম্পাস এলাকায় অপকর্ম করে সটকে পড়তে পারছে। যে কারণে 'চেষ্টা থাকলেও' কিছু করা যাচ্ছে না।

সর্বশেষ গত মঙ্গলবার বিকাল পৌনে ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনে মোটরসাইকেল আরোহী ছিনতাইকারীর গুলিতে আহত হন বিশ্ববিদ?্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান মাসুদ। ওই সময় চার ছিনতাইকারী ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে বাধা দেন তিনি। তাতেই ছিনতাইকারীরা তাকে গুলি করে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের মাত্র কয়েক গজ দূরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনে ছিল এক গাড়ি পুলিশ; আর যে পথে ছিনতাইকারীরা পালিয়েছে সেখানে পড়ে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি ও নিউ মার্কেট থানা।

এর আগে ৩১ জানুয়ারি সকালে একই স্থানে ছিনতাইয়ের শিকার হন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমারত হোসেন ইমু। সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকে ক্লাসে যাওয়ার পথে ক্লাবের সামনে এলে দুই ছিনতাইকারী চাকু দেখিয়ে তার মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

ছিনতাইয়ের মুখে গুলির আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল মাস দুই আগে। পলাশী থেকে চা খেয়ে হলে ফেরার পথে ব্যানবেইসের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল যুবায়ের ভূঁইয়ার মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে দাঁড়ায় একটি প্রাইভেটকার। ঘটনা বুঝে মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে ফের পলাশীর দিকে যেতে চাইলে ছিনতাইকারীরা গাড়ির ভেতর থেকেই তাকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

২০১৬ সালের ২১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের একটি অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত লিওনি মারগারিটা কুলেনারার হাতব্যাগ চুরি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য চোরকে আটক করা হয়।

একই বছরের ৯ অক্টোবর দুর্গাপূজা দেখতে আসার পথে নীলক্ষেত গেটের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাবেক ছাত্রের স্ত্রীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় দুই ছিনতাইকারী।

এর আগে ৯ এপ্রিল দুপুরে দোয়েল চত্বরে রিকশা দিয়ে যাওয়ার সময় আজম উদ্দিন নামের এক পোশাক ব্যবসায়ী কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে সাত লাখ টাকা ছিনিয়ে নের দুর্বৃত্তরা।

২০১৬-র মতো আগের বছরের ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায়ও ছিনতাইকারীরা দোয়েল চত্বরকেই বেছে নিয়েছিল। এদিন রিকশায় বাসায় যাওয়ার পথে ল্যাপটপসহ ব্যাগ হারান এনসিসি ব্যাংকের কর্মকর্তা একরাম হোসেন। ছিনতাইকারীরা তার ব্যাগ টান দিলে একরাম নিজেও চলন্ত রিকশা থেকে নীচে পড়ে যান, ভাঙে তার হাত।

**তিন বছরে অন্তত ২০টি অপরাধ সংঘটিত, আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পথচারী, ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার পরামর্শ পুলিশের**

ওই বছরের ২৩ মে সকালে রোকেয়া হলের সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী ইশরাত জাহান।

তার কিছু দিন পর ৪ জুন জগন্নাথ হলের সামনে রিকশায় থাকা ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী গিয়াস উদ্দিনের ল্যাপটপ ছিনতাই করে নেয় দুর্বৃত্তরা।

তার তিন সপ্তাহ পর সন্ধ্যায় টিএসসি থেকে হলে ফেরার পথে ভিসি চত্বরের কাছে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম সুজনের ল্যাপটপের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ওই বছরের ২৭ অগাস্ট রাতে পলাশী থেকে চা খেয়ে ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা আব্দুল আলীম ও জাহিদ হাসান।

২০১৪ সালের ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে ফেরার পথে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তায় ছিনতাইয়ের শিকার হন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সুধাংশু শেখর রায়।

পরদিন ইডেন কলেজের ছাত্রী রোকেয়া সরকার দোলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জহুরুল হক হলের সামনে দিয়ে রিকশায় যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তরা ছিনিয়ে নেয় তার হাতব্যাগ।

ওই বছরের ৭ মার্চ বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে রিকশায় করে জগন্নাথ হল থেকে শাহবাগে যাওয়ার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের ছাত্র সুজন ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে জানিয়ে শাহবাগ থানায় জিডি করেও কোনো লাভ হয়নি তার।

এর আগে ২০১৩ সালে ২৭ এপ্রিল শহীদ মিনার এলাকায় ছাত্রলীগের গত কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান রাসেলকে গুলি করে তার মোটরসাইকেল ছিনতাই করে নেয় দুর্বৃত্তরা। ছিনতাই ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ২০১৬ ও ২০১৫ সালে দুইটি লাশ উদ্ধার করা হয়।

একের পর এক ধরনের ঘটনা ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কী করছে জানতে চাইলে 'অসহায়' সুর ফুটে উঠে প্রক্টর এম আমজাদ আলীর কণ্ঠে। তিনি বলেন; ক্যাম্পাসে অবাধ যাতায়াত থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহিরাগতরা ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যেতে পারছে।

'ক্যাম্পাসে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের টহল বাড়াতে বলেছি। তবে হঠাৎ হঠাৎ এ রকম ঘটনা ঘটে যায়। যেহেতু ক্যাম্পাস উন্মুক্ত, সেহেতু বহিরাগতদের আনাগোনা আছেই।'

প্রক্টর জানালেন, ঘটনা ঘটে গেলে কিছু তৎপরতার পর আবারো পুরনো নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুযোগ নেয় দুর্বৃত্তরা। 'এ ঘাটতি পূরণ করা দরকার। যে কোনোভাবেই হোক ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা আরো জোরদার করা এবং পুরো ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরায় আওতায় আনা জরুরি,' বলেন তিনি।

শাহবাগ থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ছিনতাই ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টহল বাড়িয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব জায়গায় ছিনতাইয়ের ঘটনাগুলো ঘটছে সেসব স্থানে ও ক্যাম্পাসের প্রবেশ গেটগুলোতে সিসি ক্যামেরা লাগাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি।